প্রেস রিলিজ

তারিখ: ১৫ আগস্ট ২০২৬

খালেদা জিয়ার ৮২তম জন্মদিন উপলক্ষে বাউবিতে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল: গণতন্ত্রের সংগ্রাম ও শিক্ষার প্রসারে বেগম খালেদা জিয়ার অবদান চিরস্মরণীয়”—বাউবি উপাচার্য

তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী, গণতন্ত্রের মা, আপসহীন দেশনেত্রী ও বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাউবি) প্রতিষ্ঠাতা চ্যান্সেলর মরহুমা বেগম খালেদা জিয়ার ৮২তম জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, রুহের মাগফিরাত কামনা এবং দেশ ও জাতির শান্তি-সমৃদ্ধি কামনায় বাউবিতে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার (১৫ আগস্ট) বাদ জোহর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে এ দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান।

অনুষ্ঠানে মরহুমা বেগম খালেদা জিয়ার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং দেশের মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে তাঁর ভূমিকার কথা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। একই সঙ্গে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তাঁর দূরদর্শী উদ্যোগ ও গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথাও তুলে ধরা হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান বলেন, “বাংলাদেশের সাবেক তিনবারের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপার্সন দেশনেত্রী মরহুমা বেগম খালেদা জিয়ার ৮২তম জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত এই দোয়া মাহফিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন এবং দেশের মানুষের কাছে একজন মা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন।”

উপাচার্য বলেন, “বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পেছনে বেগম খালেদা জিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। ১৯৯২ সালে দেশের প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় শিক্ষার সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর সেই দূরদর্শী উদ্যোগের ফলে দেশের বিপুলসংখ্যক মানুষের জন্য উচ্চশিক্ষার নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।” তিনি মরহুমা বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবার, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারম্যান তারেক রহমানসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও কল্যাণ কামনা করেন। পাশাপাশি মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদ, গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামে আত্মত্যাগকারী এবং ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানে শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয়। উপাচার্য বলেন, “দেশের গণতন্ত্র ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যারা অবদান রেখেছেন, তাঁদের স্মরণ করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।” বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ উপ-কমিটির সভাপতি জনাব আল-আমিন সরকারের সার্বিক তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এ মাহফিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ বিপুলসংখ্যক মুসল্লি অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠান শেষে মরহুমা বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। মোনাজাতে দেশ ও জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করা হয়। মোনাজাত পরিচালনা করেন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতিব হাফেজ মাওলানা আবুল কাসেম।

মোঃ খালেকুজ্জামান খান
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)

Main Campus: Gazipur-1705, Bangladesh, Phone: +88 02 996691119, IP: +88 09666730730, Ex. 777
e-mail: iprd@bou.ac.bd, Website: www.bou.ac.bd